তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহ

দেশের জনগণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের সাথে সে দেশের প্রচলিত আইন ও নীতিগুলোর সম্পর্ক নিবিড়। কিছু গোষ্ঠী এ সকল নীতিকে ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে থাকে। এদের মধ্যে তামাক কোম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জটি বর্তমানে অধিক পরিমানে দৃশ্যমান। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই সেখান থেকে দেশকে পিছিয়ে পড়তে হচ্ছে। এই পিছিয়ে পড়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে অন্যতম, রাষ্ট্রে বিদ্যমান নীতি ও আইনসমুহের মধ্যে তামাক সম্প্রসারণে সহায়ক বিধানসমুহের উপস্থিতি। এ অধ্যায়ে গবেষনার আলোকে বাংলাদেশের কোন কোন আইন, নীতি, আদেশে, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টিকারী বিধান বিদ্যমান তা আলোচনা করা হয়েছে।

তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপ বাংলাদেশে নতুন নয় এবং এর বহু প্রমাণ রয়েছে। ১৯৯০ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তামাক কোম্পানীর হস্তক্ষেপের কারণে এটি সম্ভব হয়ে ওঠেনি ।[১] এ ঘটনার ১৫ বছর পর অর্থাৎ ২০০৫ সালে বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সকল তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয়[২]। তবে এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে হাজার হাজার তরুণকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধূমপানে আকৃষ্ট করার সুযোগ পায় তামাক কোম্পনিগুলো। কি কারণে, কিভাবে, কার মাধ্যমে সরকারের এ মহৎ উদ্যোগ বন্ধ করা হয়েছিল এ বিষয়ে সুনিদিষ্ট কোন তথ্য না থাকলেও, এটি তামাক কোম্পানির প্রভাবের একটি সুপষ্ট নমুনা। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক কোম্পানিগুলোর নীতিতে প্রভাব বিস্তাবরের সুযোগ বন্ধ করা জরুরী।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় এ বছর বাংলাদেশেও কোভিড-১৯ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিলো। করোনায় সারাদেশে সাধারণ ছুটি থাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ক্ষেত্রে সংকট তৈরী হয়। কিন্তু "তামাক ব্যবহারের কোভিড ১৯ এর ঝুকিঁ ১৪ গুণ বেশী" ধূমপানের ফলে ফুসফুসের কার্যক্ষমতা কমে যায় ও ফুসফুসের দীর্ঘমেয়াদী রোগ ও কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীর শীর্ষ ১০টি তামাক সেবনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এমন সর্তকবার্তা থাকার পরও, সারাদেশে তামাকজাত দ্রব্যের সরবরাহ অব্যহত ছিল। ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এবং জাপান টোব্যাকো কোম্পানীকে বহু পুরাতন একটি আইন অনুসারে উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। [৩৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কোভিডকালীন সময়ে তামাকপন্য সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রস্তাব করে। মহামারী বিস্তারে সহায়ক জানার পরও শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি নাকচ করে দেয়। [৫] তামাক কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়টি থেকে তা অনুধাবন করা যায়।

যদিও 'তামাক' খাদ্য কিংবা জীবন রক্ষাকারী পণ্য নয় তারপরও এমন সংকটকালীন সময়ে বহু পুরাতন আইনের দূর্বলতার সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে 'তামাককে জরুরী পণ্য' বলে উৎপাদন, বিপনণ কার্যক্রম চালানো হয়েছে। উপরন্তু,"তামাক সেবনে করোনার ভয় নেই" বলেও বিভ্রান্তিকর প্রচারণাও লক্ষ

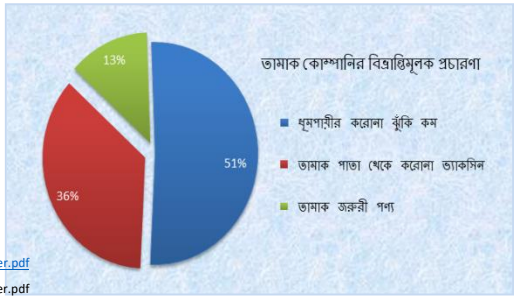

[1] https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=fzcf0195
[2] ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ এর ধারা ৫
[3] https://moind.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/a0a0de3f_7e11_4635_bb23_1e1e2636fe80/BAT%20Letter.pdf
[4] https://moind.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moind.portal.gov.bd/notices/a0a0de3f_7e11_4635_bb23_1e1e2636fe80/BAT%20Letter.pdf
[5] https://www.bbc.com/bengali/news-52733934

করা গেছে। এ সময়ে (জুন-আগস্ট, ২০২০ সময়কালে) দ্যা ইউনিয়ন ও ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট একটি গবেষনা দেখা যায়, ৫১% উত্তরদাতা জেনেছেন ধূমপায়ীর করোনা ঝুঁকি কম, ৩৬% জেনেছেন তামাক পাতা দ্বারা করোনার ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়েছে ।

বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করতে পারে প্রচলিত এমন কিছু বলবৎ আইন/নীতি/বিধি/কমিটি/প্রজ্ঞাপন রয়েছে। এগুলোর কোনটির প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে আবার কোনটির সংশোধনের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে যুগোপযোগী করা জরুরী। এ গবেষনায় বর্তমানে বিদ্যমান ১২টি আইন ৬টি বিধি ও ২টি আদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা সৃস্টি করতে পারে এমন বিধান যুক্ত রয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আইন/অধ্যাদেশ

ক্র.নং	আইন/অধ্যাদেশ	
১	**রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫**[৬]	রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫ এর ধারা ৮ এর উপধারা (৩) এ উল্লেখ রয়েছে, সিগারেট তৈরী, বাংলাদেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোন দেশী তামাকের উপর কোন আবগারি শুল্ক আদায় করা হবে না, যখন এই জাতীয় সিগারেট রাষ্ট্রপতির বাড়ির সদস্য বা তার অতিথিগণ (সরকারী হোক বা না হোক) কর্তৃক গৃহিত হয়।
২	**The Control of Essential Commodities Act, 1956**	এ আইনে মোট ১৬টি ধারা রয়েছে । ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটিতে ধারা ২এ(২০) ২৪টি পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় ১৫ নম্বরে ম্যাচ এবং ২০ নম্বরে সিগারেট এর নাম উল্লেখ করা রয়েছে । যার ব্যবহার করে কোভিড ১৯ প্রার্দূভাবের সময়কালে বিশেষ দুটি তামাক কোম্পানীকে বাজারে সিগারেটের সরবরাহ বজার রাখার সুবিধা প্রদাণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর আবেদন করতে দেখা গেছে। এ আইনের ধারা ৩ (৪) অনুসারে, সরকার প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ ও সরবরাহ বা বজায় রাখার জন্য যতদূর প্রয়োজন বলে মনে করেন, আদেশের মাধ্যমে যে কোনও ব্যক্তিকে (অনুমোদিত নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে চিহ্নিত) ক্ষমতার ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারেন। এ আইনের ধারা ১৫ এর (১) অধীনে গৃহীত পদক্ষেপের সুরক্ষা (১) ধারা ৩ এর অধীন যে কোনও আদেশ অনুসরণে সদ্ব বিশ্বাসের দ্বারা সম্পন্ন বা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যে কোনও কাজ করার জন্য কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও মামলা, বা অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। ১৫ এর (২) অনুসারে, ধারা ৩ এর অধীন করা কোনও আদেশ অনুসরণে সদ্ব বিশ্বাসে(মড়ড়ফ ভধরঃয) বা উদ্দেশ্যে সম্পন্ন যে কোনও কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার জন্য সরকার বা এর অধীনে থাকা কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। এ আইনের ধারা ১৩ (১) এ উল্লেখ করা হয়েছে এই আইন দ্বারা বা এর অধীন প্রদত্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে করা কোনও আদেশ কোন আদালতে প্রশ্নবিদ্ধ, জিজ্ঞাসা করা যাবে না। **সুপারিশ-** The Control of Essential Commodities Act, 1956. ১৯৫৬ সালে প্রণীত অত্যন্ত পুরাতন এই আইনটি সংশোধন করে যুগোপযোগী করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকা থেকে সিগারেট কে বাদ দেওয়া জরুরী।
৩	"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" -	"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" - "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ১৫ ধারা অনুসারে ইপিজেড কারখানা থেকে সকল পন্য রফতানি করমুক্ত । উক্ত আইনটির সুবিধা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক পণ্য রফতানি শুল্ক মওকুফ করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ

[6] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-487.html

		অঞ্চলগুলিতে (ইপিজেড) অবস্থিত কারখানাগুলি দ্বারা তামাকজাত পণ্য রফতানিতে ২৫% শতাংশ কর মওকুফ করে।[৭] "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" আইনটি সংশোধন করে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুকি রয়েছে এসকল পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতার বাইরে আনা জরুরী।
৪	**Income-tax Ordinance, 1984.**	এ অধ্যাদেশ এ মোট ১৮৭টি ধারা রয়েছে। ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিনেন্স এর ৫ অধ্যায় এর ২৬ এর (১) ধারায় কৃষি আয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসকল আয়কে কৃষি আয় হিসাবে লিপিবদ্ধ করা যাবে তার মধ্যে ২৬ (৩) এ উল্লেখ রয়েছে, বোর্ড সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা যেখানে এই নিদের্শনা দেয় সেখানে রাবার, তামাক, চিনি বা মূল্যায়নকারী দ্বারা উৎপন্ন এবং উৎপাদিত অন্য যে কোন পণ্য বিক্রি হইতে কৃষির আয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে গণনা করা যাবে।
৫	**Customs Act, 1969 (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন), এর ধারা ১২৬ এর উপধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্ত Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ২৪.০২ এবং উহার H.S Code ২৪.০২.২০.০০ এর আওতামুক্ত তামাকের তৈরী সিগারেটকে উহার উপর আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে এতদ্বারা অব্যহতি প্রদাণ করিল। যথা: (ক) করমুক্ত সিগারেট গ্রহণকল্পে কোষ্টগার্ডের সংশ্লিষ্ট জাহাজের অধিনায়ক বা কোষ্টগার্ডের সদরদপ্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিগারেটের ব্রান্ড এবং পরিমান উল্লেখপূর্বক এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র প্রদাণ করিবেন যে, উক্ত সিগারেট তামাক অধীনস্ত সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের (ধূমপানের) জন্য বিতরণ করা হইবে। (খ) উক্ত প্রত্যয়নপত্রের একটি অনুলিপি সরবরাহকারীর কার্যালয় যে এলাকায় অবস্থিত উক্ত এলাকার উপর এখতিয়ার সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট, সার্কেল কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। (গ) সরবরাহতব্য উক্ত সিগারেট বাংলাদেশে উৎপাদিত হইতে হইবে এবং করযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে সরবরাহ গ্রহণ করিতে হইবে। (ঘ) প্রতিদিন প্রতিজন কর্মকর্তা বা নাবিকের অনুকূলে বিশ শলাকার অধিক সিগারেট বিতরণ করা যাইবে না। (ঙ) সরবরাহকারী সিগারেটের প্রতিটি শলাকা, প্যাকেট ও পার্সেলের গায়ে "Duty Free for Coastguard Ships" শব্দগুলো স্পষ্ট অক্ষরে মুদ্রণ করিবেন (চ) সরবরাহকারী প্রতি মাসে সরবরাহকৃত সিগারেটের ব্রান্ডভিত্তিক পরিমান, উহার উপর আরোপনীয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্কের পরিমান সম্বলিত একটি বিবরনী উক্ত মাসের পরবর্তী ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে উপরিউক্ত সার্কেল কমকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন এবং সার্কেল কর্মকর্তা একই মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে উহার একটি অনুলিপি বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন। (রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে, মোঃ মোশাররফ হোসের ভূইয়া, এনডিসি, সিনিয়র সচিব) (file:///C:/Users/wbbtrust/Downloads/VATSRO-1941.pdf)

[7] https://www.thefinancialexpress.com.bd/trade/nbr-exempts-epz-factories-from-25pc-tobacco-export-tax-1504856011

		সুপারিশ- সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের নিমিত্তে তামাকের তৈরী সিগারেট এর উপর আরোপনীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে অব্যহতি প্রদাণ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের তামাক ব্যবহারে উৎসাহী করবে। সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যর সাথে এটি সাংঘর্ষিক বিধায় এধরনের প্রজ্ঞাপন বাতিল করা জরুরী।
৬	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯	স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার ২০০৫ সালে আইন প্রণয়ন করলেও স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন প্রণীত হয়েছে ২০০৯ সালে। এ আইনের তফসিল (২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৭	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (পরোক্ষভাবে)	ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইনে ৩৬টি ধারা রয়েছে। এ আইনের ধারা ৬ এ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গর্ভনিং বডি রয়েছে। ধারা ৮ এ কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির মধ্যে অন্যতম বেসরকারি খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ ধারার সুবিধা নিয়েই বাংলাদেশে তামাকের বিনিয়োগ শুরু করেছে জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ। **সুপারিশ-** বাংলাদেশে তামাক সম্প্রসারণে এ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচনায় দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০৪০ সালের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্ত উক্ত আইনটির কোথাও স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর পন্যের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা থাকা জরুরী।
৮	**"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮"**	"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি আইন। এ আইনটিতে ৩২টি ধারা এবং ২টি তপশিল রয়েছে। আইনের তপশিল ১ (খ) তে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আইনটির লক্ষ্য জাতীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের উদ্দেশ্যে কৃষক, উৎপাদক, কৃষি ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কৃষিপণ্যের (কৃষিপণ্য বলিতে তপশিল ১ এ উল্লেখিত পন্য অর্থাৎ তামাকও রয়েছে) মূল্য নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; বিপণন ও ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ; বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও সুষ্ঠু সরবরাহের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; উৎপাদন ও ব্যবসায় নিয়োজিত ও সমিতিসমূহের সহিত নিবিড় সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ; সুষ্ঠু বিপণনের স্বার্থে উৎপাদন এলাকায় বাজার অবকাঠামো, গুদাম, হিমাগার, কুলচেম্বার, ইত্যাদি নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ; সর্বনিম্ন মূল্য ও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান; মূল্য সহায়তা প্রদান; অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ; শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়ন, উৎসাহ প্রদান, প্রসার এবং চুক্তিভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার কার্যপদ্ধতি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ; ইত্যাদি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। **সুপারিশ-** কৃষি বিপনন আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩০ অনুসারে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তপশিল সংশোধন করে তামাকের নাম কৃষিপণ্যের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জরুরী
৯	সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬	এ আইনে মোট ৩৩টি ধারা রয়েছে। এটি কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও সার জাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহণ ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন। সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১৮ ধারায় ক্ষতিকর পদার্থর জন্য বিশেষ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে উল্লেখ রয়েছে, উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট কোন সার বিশেষ ধরণের শস্যে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত

		হলে উক্ত সারের লেবেলে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে এবং কমিটি কোন সারে ক্ষতিকর পদার্থের সীমা নির্ধারণ করবে। উক্ত আইনের ১৮ (১) (খ) তে উল্লেখ রয়েছে, তামাক জাতীয় ফসলে (যাহা অতিমাত্রায় ক্লোরাইড সংবেদনশীল) ব্যবহৃত সারে ক্লোরিন এর পরিমাণ অনধিক ২.৫% হবে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং কৃষি জমি সুরক্ষায় সরকারের যেখানে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা সেখানে উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট সার তামাকের জাতীয় ফসলে (তামাককে বিশেষ ধরণের শস্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) প্রয়োগের জন্য ক্লোরিনের মাত্রা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। **সুপারিশ-** সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ সংশোধন করে তামাক চাষে নির্দেশনার বিধান উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
১০	**বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮**	২০১৮ সালের পূর্বে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি সংক্রান্ত কোন আইন, নির্দেশনা ছিল না। অথচ **বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮ এর** মাধ্যমে দেশে ই-সিগারেট আমদানির সুযোগ করে দেয়া হয়।
১১	**বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬**	বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। শ্রম আইনের ৯ম অধ্যায়ে কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত ধারায় (১৪৪) প্রত্যেক দোকান বা বানিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন সম্পূর্ন বন্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ধারার বিধানাবলী কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার মধ্যে তামাক, সিগার, সিগারেট, পান-বিড়ি বিক্রির খুচরা দোকান রয়েছে (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬)। অর্থাৎ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দোকান খোলা রাখার পাশাপাশি ক্ষতিকর তামাক পণ্যের দোকান সারা সপ্তাহ খোলা রাখার বিধান রয়েছে। আবার, ধারা ১৮৩ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন নির্ধারিত এলাকায় একই প্রকারের নির্ধারিত শিল্পে নিয়োজিত এবং ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলা হয়েছে। কিন্তু উপ-ধারা ৩ এ আবার নিদিষ্ট কয়েকটি শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ছাড় দিয়ে শ্রমিকপুঞ্জ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে তালিকার মধ্যে বিড়ি শিল্প রয়েছে।
১২.	**মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২**	ব্যান্ডরোল বাংলাদেশের তামাকজাত দ্রব্যেও কর আদায়ের অন্যতম মাধ্যম। বিড়ি এবং সিগারেটের ক্ষেত্রে ব্যান্ডরোল আলাদাভাবে ব্যবহার করা হয়। বিড়ির প্যাকেটে ব্যাবহারকৃত ব্যান্ডরোল জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে একটি নির্দিষ্ট মূল্য সংগ্রহ করতে হয় এবং ব্যান্ডরোলটি চালানোর মাধ্যমে সিগারেট কোম্পানিগুলিতে সরবরাহ করা হয়। সিগারেট কোম্পানিগুলোকে পরবর্তী চালানে উলেখিত মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেওয়া হয়।

বিধিমালা

ক্র.নং	বিধিমালা	
১	**উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা,**	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন-২০১৭/০৭ মুসক- । মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৫৮ এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা Heading No. ২৪.০২ এর আওতাধীন উৎপাদিত তামাকজাত সিগারেটের উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়।

	২০১৭ (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও. নং-১৯৪-আইন/২০১৯/৫১-মূসক।)	বিধিমালাটি উৎপাদিত বা আমদানীকৃত তামাকযুক্ত সিগারেটের মূল্য নির্ধারণসহ উহার প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত। উক্ত বিধিমালার ধারা ৬ এ উৎপাদিত সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগাইবার পদ্ধতি অংশে ৬ (২) এ উল্লেখ করা হয়েছে, স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল লাগাইবার সময়,স্ট্যাম্পিং মেশিনের কারিগরি ত্রুটির কারণে কোন স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট হইয়া যাওয়া স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল উৎপাদনক কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, নষ্ট হওয়া স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের সংখ্যা কোনক্রমেই ব্যবহৃত স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার ১ (এক) শতাংশের অধিক হইতে পারিবে না। আরো শর্ত থাকে যে, কারিগরী ত্রুটি ব্যতিত অন্যকোন কারণে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নষ্ট হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ তদন্তপূর্বক, ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার সর্বোচ্চ ২ (দুই) শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে মর্মে বোর্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে বোর্ড হতে ভিন্নরুপ কোন নির্দেশনা প্রদান না করিলে স্ট্যাম্প বা ব ব্যান্ডরোলের ২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। **সুপারিশ-** রাজস্ব বোর্ড থেকে এসআরও জারির মাধ্যমে সিগারেটের ব্যান্ডরোলের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদাণ করা হয়েছে। তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের বিধান বাতিল করা জরুরী।
২	**বিড়ির ওপর প্রদেয় কর আদায় ও বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ (প্রজ্ঞাপন দ্বারা)-** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন (এস.আর.ও নং-১৬৪-আইন-২০১৭/০৭ মুসক-)	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ (মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক) বিষয়ক প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং-১৬৫-আইন-২০১৭/০৮ মুসক- । মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৫৮ এর সহিত পঠিতব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত শিরোনামা সংখ্যা (Heading No.) ২৪.০২ এর আওতাধীন উৎপাদিত তামাকজাত বিড়ির উপর প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বা ক্ষেত্রমত, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের লক্ষ্যে বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। বিধিমালাটি বিড়ির ওপর প্রদেয় কর আদায় ও বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত। উক্ত বিধিমালার ধারা ৬ এ বিড়ির প্যাকেটে ব্যান্ডরোল লাগাইবার পদ্ধতি অংশে ৬ (৩) উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যান্ডরোল লাগাইবার সময়, কারিগরি বা অন্যকোন প্রকার ত্রুটির কারণে কোন ব্যান্ডরোল নষ্ট হইলে, উক্ত নষ্ট হইয়া যাওয়া ব্যান্ডরোল বিড়ি উৎপাদনকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে। ৬ (৪) এ উল্লেখ করা হয়েছে (৩) এর অধীন নষ্ট হওয়া ব্যান্ডরোলের সংখ্যা কোনক্রমেই ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার ১ (এক) শতাংশের অধিক হইবে না। তবে কারিগরী ত্রুটি ব্যতিত অন্যকোন কারণে ব্যান্ডরোল নষ্ট হইবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কমিশনার যথাযথ তদন্তপূর্বক, ব্যবহৃত ব্যান্ডরোলের মোট সংখ্যার সর্বোচ্চ ২ (দুই) শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে মর্মে জাতীয় রাজস্ববোর্ডে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদন বিষয়ে বোর্ড থেকে ভিন্নরুপ কোন নির্দেশনা প্রদান না করিলে ব্যান্ডরোলের ২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। **সুপারিশ-** রাজস্ব বোর্ড থেকে এসআরও জারির মাধ্যমে বিড়ির ব্যান্ডরোলের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদাণ করা হয়েছে। তামাকের মতো ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের বিধান বাতিল করা জরুরী।
৩	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন	স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯

	বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯	নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ মেয়র পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৪	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০	স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৫	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত)	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত) নির্বাচন কমিশন ২০১৭ সালে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করে উক্ত বিধিমালার বিধি ৯ এর উপবিধি (১) এর নিম্নরুপ উপবিধি (১) প্রতিস্থাপিত হয়েছে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দকৃত প্রতিকের তালিকায় ৬৪ নম্বরে "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। **সুপারিশ-** নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন
৬	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩	উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ নির্বাচন কমিশন উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন করে বিধিমালার তফসিল ২ এর (৩৫) এ চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক দলের মনোনিত প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। এছাড়াও ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদের জন্য সংরক্ষিত প্রতিক হিসাবে ৩৫ নম্বরেও "হুক্কা" রয়েছে। **সুপারিশ-** উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ সংশোধন করে "হুক্কা" প্রতিক উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন

আদেশ

ক্র.নং	আদেশ	
১	**-আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮**	আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ বাংলাদেশে সকল প্রকার পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটি ২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে উক্ত তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে -২৮ টি উপধারার মাধ্যমে প্রযোজ্য শর্তাদির উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে ধারা ১৬ (১৩) তে উল্লেখ রয়েছে, সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, হুইস্কি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেনট্রেটেড এসেন্স, মশলা, ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না। এছাড়াও ধারা ২৬ (২০) এ সিগারেট এর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে

		বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকতে হবে, তবে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ কর্তৃক সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্তরূপ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য যে কোন ভাষায় মুদ্রিত থাকতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদত্ত গেজেটের ১৪০৪ নম্বর পৃষ্ঠায় এক্লাস এসোসিয়েশনের তালিকায় ৪৫ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ বেটেল লিফ (পান) এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন ইস্পাহানি বিল্ডিং (৯ম তলা) ১৪-১৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা। তালিকায় ৪৮ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ বিড়ি শিল্প মালিক সমিতি ৯/এ, এসি রায় রোড, আরমানিটোলা, ঢাকা। তালিকায় ৬৭ নম্বরে রয়েছে- বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন (কিছুক্ষন ভবন) (৪র্থ তলা) ৪৩/১, উলন রোড, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। এবং তালিকার ৩০৩ নম্বরে রয়েছে, বাংলাদেশ টোবাকো প্রোডাক্টস ডিসট্রিবিউটরস্ এসোসিয়েশন এপার্টমেন্ট # এ৮, বাড়ী # ২৭, সড়ক # ১১৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
২	The Essential Commodities Control Order, 1981	**The Essential Commodities Control Order, 1981** এ আদেশের ধারা ২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে নির্মাতা বা আমদানীকারক ছাড়া কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় বা স্টোরেজ করতে পারবে না। এখানে ১০টি পণ্যের জন্য লাইসেন্সস ফি উল্লেখ করা হয়েছে যার মধ্যে সিগারেট (লাইসেন্স ফি ৫০০ টাকা) রয়েছে। এখানে ২৫ ধারায় ১৪টি অর্ডার বাতিল করা হয় যেখানে, ১৯৫৭ সালের The Cigarettes Distribution Order. ২০১২ সালের ৮ অক্টোবর Essential Commodities Order, 1981 এর Paragraph 22 এর Clause (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ Clause (2) প্রতিস্থাপিত করা হয়। সেখানেও সিগারেটের (লাইসেন্স ফি ৬০০ টাকা) নাম উল্লেখ রয়েছে। শুধু ১০০ টাকা লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। গেজেটে উল্লেখিত তারিখ অনুসারে এ বিধান ২০১৩ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। **সুপারিশ- লাইসেন্স ফি অত্যন্ত কম নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রণীত গাইডলাইন এর সাথে সমন্বয় করা জরুরী**

অন্যান্য তথ্যাবলী

(কয়েকটি আইনের দূর্বলতার সুযোগ গ্রহণ এবং ওয়েব সাইটে প্রদত্ত তথ্য)

ক্র.নং		বিস্তারিত
১	পরিপত্র-২০১৫ (আয়কর) **২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে** **আয়করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সমূহের স্পষ্টীকরণ সংক্রান্ত প্রকাশনা**	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ওয়েব সাইটে প্রদাণকৃত নথি নং-০৮.০১.০০০০.০৩০.০৩.০০৯(অংশ-১).১৫/৫৬ তারিখঃ ০৩ ভাদ্র, ১৪২২ বঙ্গাব্দ.....১৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ । ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট কার্যক্রমের আওতায় আয়কর আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ পরিপত্র-০১ (আয়কর)/২০১৫ তে, অর্থ আইন, ২০১৫ এবং বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এবংআয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। নব প্রবর্তিত ওসংশোধিত আইন, বিধি ও প্রজ্ঞাপনসমূহের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকল্পে ও করদাতাদের সংশ্লিষ্ট বিধি বিধানসমূহ সহজভাবে অবহিত করার লক্ষ্যে আনীত সংযোজন/ সংশোধন/পরিবর্তন/ পরিমার্জনসমূহ উপস্থাপন করা হয়। উক্ত ডকুমেন্ট এর পৃষ্ঠা ১৬-১৭ তে ১৬ নম্বরে উল্লেখ করা হয়, "১৬। সিগারেট প্রস্তুতকারকের সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসায় অর্জিত আয় অন্য কোন উৎসের ক্ষতির সাথে সমন্বয়যোগ্য না হওয়া সংক্রান্ত- আয়কর অধ্যাদেশের

		ধারা ৩৭ এর সংশোধন ঃ অর্থ আইন, ২০১৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশের ধারা ৩৭ এ বিদ্যমান তিনটি প্রোভাইসো'র পর আরও একটি নতুন প্রোভাইসো সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত এ প্রোভাইসো'র বিধান অনুসারে কোন করদাতার অন্য কোন উৎসের অর্জিত ক্ষতিজনিত আয়কে সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসা খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে না। তবে, সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসা খাতের ক্ষতি অন্য ব্যবসা খাতের আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে।" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
২	কৃষি বিপনন অধিদপ্তর	কৃষি মন্ত্রণালয়ের "কৃষি বিপনন অধিদপ্তর" এর আওতায় কৃষিমূল্য উপদেষ্টা কমিটির তামাক ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি মনিটরিং ক্ষেত্রেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদাণ ও সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। যা সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের মূল্য নির্ধারনে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। আরো কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রভাব বিস্তারে সহায়ক। যেমন তামাক কোম্পানীকে রাস্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কার প্রদাণ (বৃক্ষরোপন, সর্বোচ্চ করদাতা, বৃহৎ করদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান
৩	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে	**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটে তামাক সম্প্রসারণে সহায়ক তথ্য ও কার্যক্রম বিদ্যমান রয়েছে।** বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায়, ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় দুর্ভিক্ষ কমিশনের সুপারিশে প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। ১৯৪৩ সালে থেকে বাস্তবিকভাবে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসলভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমুহ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা- ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য (এনএইপি) বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, বর্তমানে যে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে তামাকও রয়ে গেছে। **সুপারিশ-** বর্তমানে যে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে থেকে তামাক বাদ দেওয়ার জরুরী
৪	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯- এ আইনে মোট ৮২টি ধারা রয়েছে । এ আইনের ধারা ৩৭ অনুসারে, কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা কোন পণ্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় করবার এবং মোড়কের গায়ে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওজন, পরিমাণ, উপাদান, ব্যবহার-বিধি, সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয় মূল্য, উৎপাদনের তারিখ, প্যাকেটজাতকরণের তারিখ এবং মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করবার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য বাংলাদেশে অধিকাংশ তামাকজাত পন্য মোড়কাবদ্ধভাবে বিক্রয় হয়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধরা লঙ্ঘন এর ক্ষেত্রে শাস্তি অনূর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ড।

		এছাড়াও এ আইনে ৩৭ ধারা বাস্তবায়নে কোম্পানীর কোন আগ্রহ না থাকলেও ৩৮ ধারাটি নিজেদের সুবিধার্থে অপব্যবহার করছে। ধারা ৩৮ এ মূল্যের তালিকা প্রদর্শন বা করিবার দন্ডটি তামাক কোম্পানী অপব্যবহার করছে। আইন অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন আইন বা বিধি দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা অমান্য করিয়া তাহার দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সহজে দৃশ্যমান কোন স্থানে পণ্যের মূল্যের তালিকা লটকাইয়া প্রদর্শন না করিয়া থাকিলে অনুর্ধ্ব এক বৎসর কারাদন্ড, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড, বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। এধারার মাধ্যমে তামাক কোম্পানী বিভিন্ন দোকানে সিগারেটের মূল্য তালিকা প্রর্দশন করছে। **সুপারিশ-** ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৩৭ ধারা তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং ৩৮ ধারাটি সংশোধন করে তামাক ব্যতিত কথাটি সংযুক্ত করতে হবে।
	ধূমপান ও ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫-	এ আইনে মোট ১৮টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে এ আইনটি একটি সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। তথাপি ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসি অনুসারে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে এ আইনটি সংশোধন করা হলেও তামাক কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ থেকে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নীতিগুলো সংরক্ষণ বা সুরক্ষিত করার বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদাণ করা হয়নি। অর্থাৎ বর্তমান আইনে তামাক কোম্পানীর কুট কৌশল প্রতিহত করার জন্য শক্তিশালী কোন ধারা নেই। ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণে পৃথক সক্রিয় একটি আইন থাকার পরও নীতিতে হস্তক্ষেপের বিষয়ে কোম্পানীকে কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। **সুপারিশ-** তামাক নিয়ন্ত্রন আইন সংশোধন করে এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ এর বিষয়টি উল্লেখিত আইনে অর্ন্তভুক্ত করা জরুরী । এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি গাইড লাইন প্রণয়ন জরুরী

তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর একটি পণ্য হলেও, **রাষ্ট্রপতির (পারিশ্রমিক ও অধিকার) আইন, ১৯৭৫ আইনে**[৮] অনুসারে রাষ্ট্রপতির বাড়ির সদস্য বা তার অতিথিগণ (সরকারী হোক বা না হোক) কর্তৃক গৃহিত হলে- (সিগারেট তৈরী, বাংলাদেশে উৎপাদিত, বাংলাদেশে ব্যবহৃত) কোন দেশী তামাকের উপর কোন আবগারি শুল্ক আদায় করা হবে না। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সিগারেট মতো ক্ষতিকর ও স্বাস্থ্যহানীকর দ্রব্য শুল্কবিহীন প্রদানের বিধান বাতিল করা জরুরি।

Customs Act, 1969 (প্রজ্ঞাপন দ্বারা অব্যহতি প্রদান)- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার বাংলাদেশ কোষ্টগার্ডের সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ভোগের H.S Code এর আওতামুক্ত সিগারেটকে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক হতে কয়েকটি শর্তাধীনে অব্যহতি প্রদাণ করেছে। সমুদ্রগামী জাহাজে প্রেষণে কর্মরত বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের ক্ষতিকর সিগারেট ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সিগারেটকে অব্যহতি প্রদাণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ক্ষতিকর তামাকের ব্যবহার জাহাজে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এসকল নাবিকদের উপর মনোস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলতে পারে। যা তাদের স্বাস্থ্যের উপরও বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বরং এক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্যকর খাবার প্রদানের সুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও আদেশ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে সাংঘষিক বিষয়-The Control of Essential Commodities Act, 1956 । ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটিতে ধারা ২এ(২০) ২৪টি পণ্যের সংজ্ঞার মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় সিগারেট এর নাম উল্লেখ করা রয়েছে । যা ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যকে ব্যহত করে। তামাকের মতো স্বাস্থ্যহানিকর পণ্য কোনভাবেই অত্যাবশীয় পন্য হতে পারে না। ১৯৫৬ সালে প্রণীত এ আইনটির ধারা ৩ (১) অনুসারে প্রজ্ঞাপন জারি করে সিগারেটের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

The Essential Commodities Control Order, 1981 এ আদেশের ধারা ২২ এ উল্লেখ করা হয়েছে নির্মাতা বা আমদানীকারক ছাড়া কোন ব্যক্তি জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় বা স্টোরেজ করতে পারবে না। এখানে

[৮] বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রচলিত সাংঘর্ষিক বলবৎ আইন/ নীতি/বিধি/কমিটি/প্রজ্ঞাপন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত তথ্য :

সিগারেট এর লাইসেন্স ফি ৫০০ টাকা উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে ২০১২ সালে এই লাইসেন্স ফি ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৬০০ টাকা নির্ধারন করা হয়। এই দীর্ঘ সময়ে সিগারেট কোম্পানীর ব্যবসা বেড়েছে বহুগুণ, ২০১৮ সালের হিসাব অনুসারে বাংলাদেশে সিগারেটের বাজার কমপক্ষে ২০,০০০ কোটি টাকা এবং এটি ক্রমাগত বাড়ছে।[৯] অথচ লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ১০০ টাকা। এক্ষেত্রে আরো অধিক মূল্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

"বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" - "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০ এর ১৫ ধারা অনুসারে ইপিজেড কারখানা থেকে সকল পন্য রফতানি করমুক্ত । উক্ত আইনটির সুবিধা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তামাক পণ্য রফতানি শুল্ক মওকুফ করে। উক্ত আইনের আওতায় ২০১৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) দেশের রফতানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলিতে (ইপিজেড) অবস্থিত কারখানাগুলি দ্বারা তামাকজাত পণ্য রফতানিতে ২৫% শতাংশ কর মওকুফ করে।[১০] "বাংলাদেশ রফতানি প্রক্রিয়াজাকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮০" আইনটি সংশোধন করে জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুকি রয়েছে এসকল পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধার আওতার বাইরে আনা জরুরী।

২০১৭ সালের সিগারেটের প্যাকেটে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালা এবং বিড়ির ওপর কর আদায় ও প্যাকেটে ব্যান্ডরোল ব্যবহার পদ্ধতি বিধিমালায় সিগারেট ও বিড়িকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। উভয় বিধিমালাতেই উল্লেখ রয়েছে, কারিগরী ত্রুটি ব্যতিত অন্যকোন কারণে স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোল নষ্ট হবার ক্ষেত্রে, স্ট্যাম্প বা ব্যান্ডরোলের ২ শতাংশ পর্যন্ত নষ্ট হয়েছে গণ্য হবে। সিগারেট ও বিড়ির মতো ক্ষতিকর পণ্যের ক্ষেত্রে কোনভাবেই সরকারী রাজস্ব ফ্রি কাম্য হতে পারে না।

স্থানীয় সরকার বিষয়ক কয়েকটি আইন ও বিধিতে তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম হক্কা প্রতিক হিসাবে রয়েছে - স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ (প্রতীক) সংশোধনী ২৭-২-২০১৯ , স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ , নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা-২০০৮ (সংশোধিত) , উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিধিমালা, ২০১৩ এর প্রতিকসমুহের তালিকায় তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের অন্যতম আনুসাঙ্গিক "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ করা রয়েছে। নির্বাচনী প্রচারনায় জনগন তাদের পছন্দের প্রার্থীর সমর্থনে প্রতিক নিয়ে ব্যাপক ক্যাম্পেইন করে থাকে। "হুক্কা" প্রতিক হিসাবে উল্লেখ থাকলে এক্ষেত্রে তামাকের প্রচারণা ও ব্যবহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরী হবে। এ সকল আইন ও বিধি থেকে "হুক্কা" প্রতিক বাদ দেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬। শ্রম আইনের ৯ম অধ্যায়ে কর্মঘন্টা ও ছুটি সংক্রান্ত ধারায় (১৪৪) প্রত্যেক দোকান বা বানিজ্য বা শিল্প প্রতিষ্ঠান সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন সম্পূর্ন বন্ধ থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই ধারার বিধানাবলী কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যার মধ্যে তামাক, সিগার, সিগারেট, পান-বিড়ি বিক্রির খুচরা দোকান রয়েছে (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬)। অর্থাৎ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কিছু দ্রব্যের দোকান খোলা রাখার পাশাপাশি ক্ষতিকর তামাক পণ্যের দোকান সারা সপ্তাহ খোলা রাখার বিধান রয়েছে।

আবার, ধারা ১৮৩ অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন নির্ধারিত এলাকায় একই প্রকারের নির্ধারিত শিল্পে নিয়োজিত এবং ২০ জন শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছে এসকল প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ বলা হয়েছে। কিন্তু উপ-ধারা ৩ এ আবার নিদিষ্ট কয়েকটি শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা ছাড় দিয়ে শ্রমিকপুঞ্জ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। যে তালিকার মধ্যে বিড়ি শিল্প রয়েছে। স্বাস্থ্য হানীকর পন্যকে আইনে এধরনের ছাড় দেওয়া হলে তামাক নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্থ হবে।

২০১৮ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত **আমদানী নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮** বলবৎ থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও উক্ত তারিখ অতিক্রান্ত হবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অব্যাহত থাকবে। এ আদেশে সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, হুইস্কি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেনট্রেটেড এসেন্স, মশলা, ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে কোন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও গেজেটে এ ক্লাস এসোসিয়েশনের তালিকায়, বাংলাদেশ বিড়ি শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন এবং বাংলাদেশ টোবাকো প্রোডাক্টস ডিসট্রিবিউটরস্ এসোসিয়েশন অন্তভুক্ত রয়েছে। কোনভাবেই তামাকের মতো ক্ষতিকারক পণ্যের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরিক্ষায় ছাড় দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

[9] https://www.bbc.com/bengali/news-45100590
[10] https://www.thefinancialexpress.com.bd/trade/nbr-exempts-epz-factories-from-25pc-tobacco-export-tax-1504856011

"কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮" এ আইনে তামাক কে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উক্ত আইনে তামাক অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ থাকায় আইন অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে সরকারের সহায়তায় তামাকের ব্যাপক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ঘটবে। আইন সংশোধন করে বা প্রজ্ঞাপন জারি করে তামাকের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া জরুরী।

সার ব্যবস্থাপনা আইন-২০০৬ এ রাষ্ট্রীয় একটি আইনে তামাক জাতীয় ফসলে (যাহা অতিমাত্রায় ক্লোরাইড সংবেদনশীল) ব্যবহৃত সারে ক্লোরিন এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া রয়েছে। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং কৃষি জমি সুরক্ষায় সরকারের যেখানে তামাক চাষে নিরুৎসাহিত করার কথা সেখানে উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট সার তামাকের জাতীয় ফসলে (তামাককে বিশেষ ধরণের শস্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে) প্রয়োগের জন্য ক্লোরিনের মাত্রা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪। এ আইনে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি গর্ভনিং বডি রয়েছে। আইন অনুসারে, কর্তৃপক্ষের অন্যতম কার্যক্রম বেসরকারি খাতে দ্রুত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান। এ ধারার সুবিধা নিয়েই বাংলাদেশে তামাকের বিনিয়োগ শুরু করেছে জাপান টোব্যাকো বাংলাদেশ। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়ে ভয়েজ অব ডিসকভারীর মামলায় আপীল বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, তারপরও বিনিয়োগ বোর্ডের মাধ্যমে জেটিআই বাংলাদেশে আসছে। আইনটি প্রত্যক্ষভাবে সমস্যা তৈরী না করলেও পরোক্ষভাবে এতে তামাক কোম্পানীকে সুযোগ দেবার বিষয়টি রয়ে গেছে বিধায় তামাক এবং স্বাস্থ্যহানীকর পণ্য ব্যতিত শব্দটি যুক্ত করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের খাদ্য ও খাদ্যজাত শিল্পের ৫১টি উপখাতের মধ্যে "তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিড়ি, জর্দা তৈরী ইত্যাদি" উল্লেখ রয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে আওতায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা সুবিধা প্রদান করা হয়। তামাকজাত দ্রব্যের মতো ক্ষতিকর পন্যগুলোকে এ খাত হতে বাদ দেয়া জরুরি।

আরো কিছু প্রসঙ্গ....

এই গবেষনাটি পরিচালনা করতে গিয়ে দেখা গেছে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে তামাক সংক্রান্ত ইতিবাচক তথ্য বিদ্যমান রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ক্রপস উইং পেইজে প্রদত্ত তথ্যে দেখা গেছে, ক্রপস উইং অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি তামাক ফসলের উন্নয়নে কাজ করে।

তামাককে লাভবান ফসল হিসাবে উপস্থাপনঃ-২০১৮ সালে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ক্রপস্ উইং এর প্রদত্ত এক তথ্যে (স্মারক নং ২৭৯৮ তারিখ ১৫/১১/২০১৮ খ্রীঃ) বোরো ধান, ভুট্টা ও তামাক ফসলের হেক্টর প্রতি উৎপাদন খরচের হিসাবে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিধ্বংসী তামাককে বোরো ধানের চেয়ে অধিক লাভজনক দেখানো হয়েছে। হেক্টর প্রতি তামাক থেকে নিট আয় এখানে দেখানো হয়েছে ৮২,২৮৬.৪০ টাকা। অপরদিকে হেক্টর প্রতি বোরো ধান থেকে নিট আয় ৭১,২১৫ টাকা (কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর , ২০১৮)। কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। সবজি উৎপাদনে বিশ্বে তৃতীয়, চাল ও মাছ উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, আলু এবং আম উৎপাদনে সপ্তম স্থানে। [১১] আর ক্ষতিকর পন্য তামাক উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম[১২]। কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যহানীকর পণ্যের তুলনায় স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক ফসলে অধিক হারে গুরুত্ব দেওয়া জরুরী।

স্বাস্থ্যহানীকর পন্য হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের **"কৃষি বিপনন অধিদপ্তর"** এর আওতায় কৃষিমূল্য উপদেষ্টা কমিটির তামাক ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তামাক পণ্যের মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি মনিটরিং ক্ষেত্রেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদাণ ও সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। কৃষি সচিব এর সভাপতিত্বে ১৩ মার্চ ২০১৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের তামাক এর সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারনী সভা আয়োজন করা হয়। তামাকের মত ক্ষতিকর পণ্যের মূল্য নির্ধারনে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পৃক্ততা তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সহায়ক।

---

[11] http://www.ais.gov.bd/site/view/krishi_kotha_details/%E0%A7%A7%E0%A7%AA%E0%A7%A8%E0%A7%A8/%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A3/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF

[12] http://krishi.gov.bd/content/561/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%87-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%80

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর ওয়েব সাইটঃ- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের তথ্যানুসারে, বর্তমানে যে ৮টি উইংয়ের সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার মধ্যে তামাকও রয়ে গেছে। প্রদত্ত তথ্যানুসারে, ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা- ডিএ (ইএন্ডএম), ডিএ (জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, **তামাক উন্নয়ন বোর্ড** এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫[১৩] অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিশালী কিন্তু একদিকে আইনটি বাস্তবায়নে দূর্বলতা অন্যদিকে তামাক কোম্পানীর প্রভাব থেকে নীতি সুরক্ষায় সঠিক দিক নির্দেশনার ঘাটতি থাকায় তামাক কোম্পানীর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থেকে যাচ্ছে। এগুলো ছাড়াও কিছু আইন রয়েছে তামাক কোম্পানীর যেগুলোর অপব্যবহার করছে। যেমন **ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ , বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ইত্যাদি। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯** এ আইনটি তামাক কোম্পানী তাদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করছে। "বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্স ওজন এবং পরিমাপ (পণ্য সামগ্রী মোড়কজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৭" বিধির প্রবিধি ৫ অনুযায়ী মোড়কের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ থাকা বাধ্যতামূলক হলেও তামাক কোম্পানী এটি মানছে না।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন-২০০৬ এর ধারা ১৪ (১) অনুসারে শ্রমিকের কল্যাণে একটি তহবিল গঠনের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে মালিক কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান জমা হবে। **বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৩৪ (১)** অনুসারে প্রত্যেক কোম্পানী একটি শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল এবং একটি শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করবে। এ তহবিলে প্রত্যেক মালিক বৎসর শেষ হবার ৯ মাসের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের নীট মুনাফার ৫% অর্থ তহবিলে প্রদাণ করবে (৮০ঃ ১০ঃ ১০ অনুপাতে যথাক্রমের অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করবে)। এটি তার আইনগত দায় বা বাধ্যবাধকতা। অথচ কোম্পানী এ অর্থ তহবিলে দান করার পর ঘটা করে প্রচার করে। এটি তামাক কোমাম্পানীর এক ধরনের প্রমোশনাল কর্মসূচী। আইন অনুসারে অর্থ প্রদাণ বাধ্যতামূলক কিন্তু এর পরিবর্তে বিশেষ সুবিধাও আদায় করে নেয় বিএটি। শ্রম আইনের ১০২ ধারা অনুযায়ী সপ্তাহে ৪৮ কর্মঘন্টা নির্ধারিত থাকলেও একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে ২০১৪ সালে বিএটিবি কে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করানোর সুযোগ প্রদাণ করা হয়।[১৪] প্রজ্ঞাপনে জনস্বার্থে এই অব্যাহতি প্রদাণ করা হয়েছে উল্লেখ করা হলেও ক্ষতিকর পন্য উৎপাদনকারী তামাক কোম্পানীকে অব্যহতি দেওয়ার সাথে জনগণের কি স্বার্থ রয়েছে সেটি বোধগম্য নয়!

ই-সিগারেটকে সুবিধা প্রদাণ-ই-সিগারেটকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে [১৫]। এটি ব্যবহারে হার্ট এট্যার্ক, স্ট্রোক ও ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে[১৬]। একটি গবেষনায় দেখা যায়, ই-সিগারেটের উপাদানগুলো শরীরের বিভিন্ন সেল বিকল করাসহ ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়ক[১৭]। যুক্তরাষ্ট্রে ছয় জনের মৃত্যু এবং বহুলোকের ফুসফুসের জটিলতা ধরা পড়ার পর ভেপিং বা ই-সিগারেট ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকটি আলোচনায় আসে এবং পরবর্তীতে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করা হয়। ইতিমধ্যেই পাশ্ববর্তীদেশ ভারতসহ ৪২টি দেশ তাদের দেশে ই-সিগারেটকে সম্পূর্ন্নরূপে নিষিদ্ধ এবং ৫৬টি দেশ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। ২০১৮ সালের পূর্বে বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানি সংক্রান্ত কোন আইন, নির্দেশনা ছিল না। অথচ **বাংলাদেশ অর্থ আইন ২০১৮ এর** মাধ্যমে দেশে ই-সিগারেট আমদানির সুযোগ করে দেয়া হয়। তামাকের ব্যবহার কমাতে দ্রুত এধরনের সুযোগ বন্ধ করে দেয়া জরুরি।

পাঠ্যপুস্তকে তামাককে অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে-পাঠ্যপুস্তকে তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । তামাক মানুষের স্বাস্থ্য ক্ষতি করে তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে বিষয়টি উল্লেখ করার পরও পঞ্চম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (৩৪ পৃষ্ঠা) [১৮]এবং অষ্টম শ্রেনীর "বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়" (১৩৩ পৃষ্ঠা) [১৯] এ তামাককে বাংলাদেশের প্রাকৃতি সম্পদ এবং অর্থকরী ফসল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে তামাকে অর্থকরী ফসলের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া জরুরী।

উপোরোল্লেখিত নীতি/আইন/বিধি/প্রজ্ঞাপনের পাশাপাশি তামাক কোম্পানীতে সরকারের শেয়ার এবং প্রতিনিধিত্ব, তামাক কোম্পানী আয়োজিত কর্মসূচীতে সরকারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ন্ত্রণ ও কোম্পানীর প্রতিনিধিদের সাথে সরকারী কর্মকর্তাদের

[13] http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-927.html
[14] http://www.dpp.gov.bd/bgpress/bangla/index.php/document/get_extraordinary/10623
[15] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
[16] ইউএস সার্জন জেনারেল রিপোর্ট
[17] Hong Kong Council on Smoking and Health
[18] https://drive.google.com/file/d/16PDNyprjDyy1SSud_q3dDBeSFNm4tq1E/view
[19] https://drive.google.com/file/d/1RsZ1SYasjCDnC4GAZcamqyi73dKpAR9W/view

যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ না থাকা, শ্রেষ্ঠ করদাতা হিসাবে রাস্ট্রীয়ভাবে পুরুস্কার প্রদাণ (বৃক্ষরোপন, সর্বোচ্চ করদাতা, বৃহৎ করদাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান) ইত্যাদি বিষয়গুলোর দিকে দৃষ্টি দেওয়া জরুরী।

উপোরোক্ত গবেষনার আলোকে Work For a Better Bangladesh (WBB) Trust বিগত দিনে তাদের কাজের অভিজ্ঞতায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ সহ তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করছে প্রচলিত আইনগুলো সংশোধনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার জোর সুপারিশ জানাচ্ছে। পাশাপাশি এফসিটিসি এর আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুসারে একটি সুনিদিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন ও তামাক কোম্পানী থেকে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাচ্ছে।

Bibliography

1. Bangladesh Cancer Society. (2018). *তামাকজনিত ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর কারণে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে বাংলাদেশ.* Dhaka: Bangladesh Cancer Society, Dhaka University,.
2. Banglanews24.com. (2018). *দেশে মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ অসংক্রামক রোগ থেকে.* Dhaka: Banglanews24.com.
3. BBC. (2015). *The secret bribes of big tobacco paper trail.* London: British Broadcasting Corporation.
4. bd-pratidin.com. (2019). *বিশ্বে পুরুষ তামাকসেবী কমছে.* Dhaka: bd-pratidin.com.
5. Bhatta, D. C. (2011-2018). *Defending Comprehensive Tobacco Control Policy Implementation in Nepal From Tobacco Industry Interference (2011–2018).* Thailand: GGTC.
6. Bhorer Kagoj. (2011). *সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী, অনেক মন্ত্রী ও এমপি তামাক ব্যবসার সাথে জড়িত*, ২৯ *মে* ২০১১. Dhaka.
৭. প্রথম আলো. (২৬ জুন ২০১০). *পুরুস্কারের আশায় ধূমপান!* উযধশধঃ প্রথম আলো.
8. Daily Inqilab. (18 Dec. 2011). *তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে বিড়ি শিল্প রক্ষা করুন-শ্রমিক ফেডারেশন.* Dhaka: The Daily Inqilab.
9. Daily Janakantha. (19 Dec 2011). *wewo kÖwgK‡`i gvbeeÜb.* Dhaka: The Daily Janakantha.
10. Dainikamadershomoy. (2019). *AmsµvgK †iv‡Mi SzuwK‡Z 70 kZvs‡ki †ekx gvbyl.* Dhaka: Dainikamadershomoy.
11. Food and Agriculture Organization . (2003). *the global tobacco economy: Selected case studies.* United Nations: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
12. GGTC. (2020). *Big Tobacco's Revival of Sports Advertising: Deceptive Marketing to Lure Youth to Addiction (2020).* Thaniland: Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC).
13. GGTC. (2020). *Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020).* Thailand: GGTC.
14. GGTC. (2020). *Tobacco Industry: Manipulating the Youth into a Lifelong Addiction (2020).* Thailand: GGTC.
15. Global center for good governance in tobacco control. (2020). *COVID-19 AND TOBACCO INDUS TRY INTERFERENCE.* Thailand: Global center for good governance in tobacco control.
16. jagonews24.com. (2019). *10 eQi a‡i mwPe kwn`yj nK.* Dhaka: jagonews24.com.
17. Prothom Alo. (2012). *তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন আটকে দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়.* Dhaka: Prothom Alo.
১৮. Songbad. (15 September 2017). *তামাক পণ্যের প্যাকেটে সচিত্র স্বাস্থ্য সর্তকবার্তা এক বছর সময় চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে এনবিআর এর চিঠি.* উযধশধঃ ঝড়হমনধফ.
19. The Union. (2013). *The Union Toolkit for WHO FCTC Article 5.3: Guidance for Governments on Preventing Tobacco Industry Interference.* Paris: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union).
20. WBB Trust. (2011). *evsjv‡`‡k ZvgvKRvZ `ª‡e¨i weÁvcb e‡Y&a cÖwZeÜKZ& I Kibxq.* Dhaka: Work for a Better Bangladesh (WBB) Trust.
21. WHO. (2007). *Impact of tobacco-related illness in Bangladesh.* Bangladesh: WHO Regional Office for South-East Asia.
22. WHO FCTC. (2018). *2018 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control.* Geneva: WHO.
23. WHO, MoHFW. (2017). *Global Adult Tobacco Survey.* Dhaka: WHO, MoHFW.

গবেষনা ও বিশ্লেষন : সৈয়দা অনন্যা রহমান, কর্মসূচী ব্যবস্থাপক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

গবেষনা উপদেষ্টা: এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, টেকনিক্যাল এডভাইজার, দ্যা ইউনিয়ন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

শারমিন আক্তার, প্রকল্প কর্মকর্তা-ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

আবু রায়হান, সহকারী প্রকল্প কর্মকতা-ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট

মিঠুন বৈদ্য- প্রকল্প কর্মকর্তা, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট